13 AUG 2016
তারিখ ... 13 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ১৪ ... কলাম ১ .....

কালের কণ্ঠ

অবৈধ কিন্ডারগার্টেন স্কুল

শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য বন্ধ হোক

উচ্চশিক্ষা থেকে প্রাথমিক—সব পর্যায়েই শিক্ষা এখন বাণিজ্যিক পণ্য হয়ে গেছে। দেশজুড়ে গড়ে উঠেছে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান। উপবৃত্তি প্রবর্তন করায় প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়—সব পর্যায়ে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে। দেশে পাসের হার বেড়েছে। বেড়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও। বিশেষ করে বেসরকারি পর্যায়ে সারা দেশে অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এসব প্রতিষ্ঠানে কী পড়ানো হচ্ছে, আদৌ কিছু পড়ানো হচ্ছে কি না কিংবা যা পড়ানো হচ্ছে, তা আমাদের জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কি না—এসব যাচাই করে দেখা জরুরি হয়ে উঠেছে। পাড়া-মহল্লায় গজিয়ে ওঠা কিন্ডারগার্টেনগুলো শিক্ষার্থীদের কী শেখাচ্ছে, শিক্ষার ভিত্তি ঠিক হচ্ছে কি না তা দেখার প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মানসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব রয়েছে। অন্যদিকে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় গড়ে ওঠা কিন্ডারগার্টেনের বিরুদ্ধে লেখাপড়ার নামে বইয়ের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। শিশুদের মনে লেখাপড়ার চাপ সৃষ্টি করা নির্যাতনের শামিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই বইয়ের বোঝা কমানোর পরামর্শ দেওয়ার পরও কি বোঝা চাপানো বন্ধ হয়েছে? এসব বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার সময় এসেছে।

বাংলাদেশ সব ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। এখন মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে এই অগ্রযাত্রা বেশি দিন ধরে রাখা যাবে না। এ কথা ঠিক যে চাহিদা অনুযায়ী সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আমাদের এখানে গড়ে তোলা যায়নি। এর সুযোগ নিয়ে শহরে, এমনকি গ্রামাঞ্চলেও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে অসংখ্য কিন্ডারগার্টেন। এসব প্রতিষ্ঠান কি মানসম্মত শিক্ষাসেবা নিশ্চিত করতে পারছে?

কিন্ডারগার্টেনগুলো কোনো নিয়মনীতি মেনে চলে না। শিক্ষার্থীদের বেতনের কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। শিক্ষকদের বেতনের ক্ষেত্রেও কোনো নিয়ম মেনে চলা হয় না। অনেক শিক্ষকই কোথাও কোনো কাজ না পেয়ে এখানে কম বেতনে শিক্ষকতা করতে বাধ্য হন। শিক্ষকদের কোনো নিয়োগপত্র নেই। এভাবেই অনিয়মের ভেতর দিয়ে চলছে দেশের অসংখ্য কিন্ডারগার্টেন। এ অবস্থার অবসান হওয়া প্রয়োজন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ৫৫৯টি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। এই টাস্কফোর্স বিভাগ থেকে শুরু করে গ্রাম পর্যন্ত কিন্ডারগার্টেন স্কুলের পরিসংখ্যান তৈরি করবে। প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয়তা—সব পরীক্ষা করে প্রতিবেদন দেবে। সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে সরকার। আমরা আশা করব, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিন্ডারগার্টেনগুলো এবার একটি নিয়মের মধ্যে আসবে। শিক্ষায় ফিরবে শৃঙ্খলা, বন্ধ হবে বাণিজ্য।